গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বীমা অধিশাখা

বিষয় : জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অংশ হিসেবে 'জাতীয় সামাজিক বীমা স্কীম' বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান, সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সভার তারিখ : ১১.০৬.২০১৮

সভার সময় : বেলা ১১.৩০ টা

সভার স্থান : অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর-৩৩১, ভবন নম্বর-০৭), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সংস্কার ও সমন্বয়) জনাব এ এন এম জিয়াউল আলম উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই সভাপতি এ সভা আহবানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন যে, গত ২৭ মে ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় সামাজিক বীমা সংক্রান্ত স্ট্যাডির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে নিয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনার আলোকে আজকের এ সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতি সভার আলোচ্যসূচি মোতাবেক আলোচনার বিষয় উপস্থাপনের জন্য উপসচিব জনাব মোঃ সাঈদ কুতুবকে অনুরোধ করেন।

২। সভাপতির নির্দেশক্রমে উপসচিব জনাব মোঃ সাঈদ কুতুব জনান যে, জাতীয় সামাজিক নিরপত্তা কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হলো জাতীয় সামাজিক বীমা স্কীম বাস্তবায়ন। কৌশলপত্রের নির্দেশনার আলোকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত করা হয়েছে। সামাজিক বীমা ক্লাস্টারের অধীন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অ্যাকশন প্লানের ১ নং উদ্দেশ্য হলো বেকারত্ব বীমা স্কীম চালু করা। অপরদিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অ্যাকশন প্লানের ১ নং উদ্দেশ্য হলো জাতীয় সামাজিক বীমা স্কীম চালু করা। এ দু'টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বর্নিত বীমা স্কীম বাস্তবায়নের কার্যক্রমের মধ্যে তিনটি কার্যক্রম প্রায় একই ধরনের, যথা- (ক) একটি স্ট্যাডি করা; (খ) পাইলট বেসিসে বীমা স্কীম চালু করা; এবং (গ) দেশব্যাপী বীমা স্কীম চালুকরণ। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের চতুর্থ অংশে সামাজিক বীমার দ্বিতীয় স্তরে "জাতীয় সামাজিক বীমা স্কিম" সম্পর্কে যে ধারণা দেয়া হয়েছে, তাতে মালিক ও কর্মী উভয়পক্ষের অংশগ্রহণের (নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রদান) মাধ্যমে জাতীয় সামাজিক বীমা তহবিল গঠন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদেরকে এ বীমার অন্তর্ভূক্ত করা কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উভয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের অ্যাকশন প্লানে বর্ণিত বীমা স্কীমের কর্মক্ষেত্র হলো আনুষ্ঠানিক শিল্প খাত। এখন কর্মক্ষেত্রে সামাজিক বীমা স্কীম বাস্তবায়নের কাজ করতে গেলে উভয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন। এখন উভয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের এ্যাকশন প্লানে বর্ণিত তিনটি কার্যক্রম, অর্থাৎ - (ক) একটি স্ট্যাডি করা; (খ) পাইলট বেসিসে বীমা স্কীম চালু করা; এবং (গ) দেশব্যাপী বীমা স্কীম চালুকরণ কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কিভাবে করবে তা সমন্বয়ের জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

৩। বিষয়টি নিয়ে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ মতামত উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:-

(ক) যেহেতু উল্লিখিত বীমা স্কীমের সুবিধাভোগীরা অনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক যারা সরাসরি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন, সেহেতু স্ট্যাডি কাজ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন। তবে এই স্ট্যাডি কাজে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা করবে।

(খ) স্ট্যাডির মাধ্যমে কি ধরণের তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে একটি ধারণাপত্র বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করবে।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(গ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় স্ট্যাডি কাজের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাদের নিয়ে প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক ইনসেপশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করবে। প্রথম ওয়ার্কশপ ৩১ আগস্ট ২০১৮ তারিখের মধ্যে আয়োজনের পরামর্শ প্রদান করা হয়। এই ওয়ার্কশপের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন স্যোসাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রাম হতে করা যেতে পারে।

(ঘ) যেহেতু অ্যাকশন প্লানে বর্ণিত সময়সীমা ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সেহেতু উভয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ নতুন করে সময়সীমা নির্ধারণ করে তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে জানাবে।

(ঙ) স্ট্যাডির প্রতিবেদন পাওয়ার পর পাইলটিংসহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৪। অতঃপর অন্য কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
১৮/০৬/২০১৮
(এ এন এম জিয়াউল আলম)
সচিব (সংস্কার ও সমন্বয়)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্বাক্ষরিত/-
১৮/০৬/২০১৮
(মোঃ ইউনুসুর রহমান)
সিনিয়র সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

নম্বর-৫৩.০০.০০০০.৪১১.১৪.০০২.১৭- ৩২৪

তারিখ: ১৯ জুন ২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব (সংস্কার ও সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, ৩৭/এ, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রকল্প) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১৯/০৬/১৮

(মোঃ সাঈদ কুতুব)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৮৪৯৬৬